দৈনিক বাংলা

018

১৪.৫.৮৬

১ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষকের ঘরে এরশাদ

মানিকগঞ্জ, ১৬ই মে (বাসস)।—এখান থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে বন্দুটিয়া গ্রামের উকিয়ারা প্রাইমারী স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক জনাব কাসিমুদ্দীনের জীবনে স্বপ্নের মতো একটি ঘটনা ঘটে গেল যখন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ নিজে পায়ে হেঁটে তাঁর ঘরে গেলেন তাঁর সং দেখা করার জন্যে।

শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিস্তারের জন্যে সারা জীবন নিবে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকের ঘরে এরশাদ

(প্রথম পৃঃ পর)

দিত প্রাণ প্রবীণ শিক্ষক জনাব কাসিমুদ্দীন এ কথা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে রাষ্ট্রপ্রধান নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পায়ে হেঁটে তাঁর ঘরে এসে উঠবেন। প্রেসিডেন্টকে তাঁর ছোট্ট বেড়ার ঘরে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। মহামান্য অতিথিকে একটি মাত্র বেড়ার ঘরে কোথায় বসাবেন, কিসে বসাবেন এ নিয়ে ভাবতে তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ নিজেই একটি টুল টেনে নিয়ে বসেন এবং প্রবীণ শিক্ষককে বিব্রতকর অবস্থা থেকে অব্যাহতি দেন।

প্রেসিডেন্ট অতি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রবীণ প্রাথমিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেন, তার ভালোমন্দ খোঁজ খবর নেন।

একথা জেনে, তিনি মর্মাহত হন যে জনাব কাসিমুদ্দীনের মতো একজন প্রবীণ শিক্ষক যিনি জ্ঞানের আলোক বিস্তারের জন্যে সারাটি জীবন নিঃশেষে দান করে এসেছেন তাঁকে এমন দুরবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট অতি বিনয়ের সঙ্গে জনাব কাসিমুদ্দীনকে তাঁর পরিবারের জন্যে একটি ভালো বাড়ি নির্মাণের জন্যে প্রতীক অনুদান হিসেবে দশ হাজার টাকা দান করেন।

গত ১২ই মে ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের সময় প্রেসিডেন্ট এরশাদ জনাব কাসিমুদ্দীনের নাম শুনেছিলেন। ওই সম্মেলনে জনাব কাসিমুদ্দীনকে দেশের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সম্মেলনে সমবেত প্রাথমিক শিক্ষকদের তিনি বলেছিলেন যে জনাব কাসিমুদ্দীনের দুরবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্যে তিনি সাত দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।

পরে ওই গ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত এক সমাবেশে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ বলেন: শিক্ষকদের জন্যে সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করতে না পারলে সমাজের উন্নতি কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তিনি প্রশ্ন করেন যে শিক্ষকতা পেশার মানুষকে এমন দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আশা আমরা কিভাবে করতে পারি?

সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট বলেন নিজের কর্তব্যের প্রতি একজন মানুষ কতখানি দায়িত্বশীল হতে পারেন জনাব কাসিমুদ্দীন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ত্যাগ ও সততা নিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশকে সেবা করতে জনাব কাসিমুদ্দীনের জীবন আমাদের কাছে দিশারী আলো হিসেবে কাজ করতে পারে।

এর আগে প্রেসিডেন্ট মানিকগঞ্জে পৌঁছুলে জনগণ তাকে বিপুল সংবর্ধনা জানায় এবং মাল্য ভূষিত করে। প্রেসিডেন্ট স্থানীয় স্টেডিয়াম থেকে পায়ে হেঁটে তিন কিলোমিটার দূরে বন্দুটিয়া গ্রামে যাত্রা শুরু করলে শত শত উৎসাহী মানুষ তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেন। পরে প্রেসি[illegible]